দেবরাজ।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

Long live the King Emperor.
Long live the Queen Empress.

দেবরাজ

(নাটক)

(করোনেশন দরবার উপলক্ষে লিখিত।
ও
পূর্ণিয়া করোনেশন উৎসবে পূর্ণিয়া ওব্রায়েন ড্রামাটিক্
ইউনিয়ন কর্ত্তৃক অভিনীত।)

"লীলাবসান," "তপতী" প্রভৃতি প্রণেতা,
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্-এ, বি-এল, এম-আর-এ-এস প্রণীত

কলিকাতা,
।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে, শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৯ সাল

মূল্য ।০ আনা।

উৎসর্গ।

কাব্যামোদী স্নেহাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের করকমলে সোদর-প্রীতির চিহ্ন-স্বরূপ উপহার প্রদত্ত হইল।

করুণা-সিক্ত অনুজ

জ্যোতিশ্চন্দ্র।

পূর্ণিয়া,

১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র।

বৃহস্পতি।

বৃত্র।

রুদ্রপীড়।

মহাদেব।

বীরভদ্র।

বরুণ।

দধিচি।

বয়স্য।

বিদ্যাধর।

অপ্সর।

দেবগণ, প্রজাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুর্গা।

শচী।

ঐন্দ্রিলা—বৃত্রের পত্নী।

নর্ত্তকীদ্বয়।

অপ্সরীগণ

ইত্যাদি।

অবতারণা।

দৃশ্য—উদ্যান।

বৃহস্পতি ও ইন্দ্র।

বৃহস্পতি। হে শচীন্দ্র
দেবের হৃদয়-রাজ্যে চির প্রেম
করেছ সিঞ্চন,
তোমা সম গুণবান ত্রিভুবনে
নাহিক ধীমান্
শৌর্য্যে বীর্য্যে দানেতে মণ্ডিত,
দয়ার আধার প্রজাপ্রতি সুবিচার
ত্রিকাল ব্যাপিয়া
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে
হেন পুণ্য প্রাণ প্রজার পালক
নাহিক সম্ভবে
স্বর্গের বিমল রাজ্য তব হস্তে সুশোভিত

ইন্দ্র। হে বরেণ্য!
মর্ত্ত্যধাম ত্রিলোক-বিখ্যাত
নাহি কি এমন রাজা সেই মর্ত্ত্যলোকে,
যার রাজ্যে প্রজা নাহি করয়ে বিষাদ
নাহি যেথা অবিচার
চিরশান্তি যেথা প্রচারিত।

বৃহস্পতি। ধ্যান চক্ষে করি নিরীক্ষণ

বিরাজিত সমুদ্রের পারে
সর্ব্ব গুণান্বিত মহারাজ ভারত-সম্রাট—
রাজ্যে যাঁর চির সূর্য্য চির দীপ্তিমান
সর্ব্ব জনে সম দয়া নাহি অবিচার
প্রজার মঙ্গল তরে
দিবা নিশি বিপুল কামনা
পঞ্চম জর্জ্জের নাম
ধরাধামে ইন্দ্রের সমান
হের মতিমান
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁর
রাজ্য অভিষেকে।

(পট পরিবর্ত্তন)

ক্রোড় দৃশ্য।

দিল্লী—

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী মূর্ত্তি
নিম্নে প্রজাগণ—

হিন্দুগণ। রাজা চিরজীবী হউন
রাণী চিরজীবী হউন

মুসলমানগণ। তালে বকাউল মালিক
তালে বকাউল মালকা

ইংরেজগণ। Long live the King Emperor.
Long live the Queen Empress.

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য রাজসভা।

ইন্দ্র, শচী ইত্যাদি—

(বৃহস্পতির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। দুঃখ তাপ পাপ হিংসা,
রোগ শোক দারুণ বিপাক্
জ্ঞান যন্ত্রে কর নিবারণ।
ব্যোমময় সচৈতন্য অযোনি অদ্ভুত
হে স্বয়ম্ভূ
ত্রিভুবনে বিতর কল্যাণ।

ইন্দ্র। হে নমস্য,
কল্যাণ কোথায় ?
আদি দেব শিবশম্ভু সহায় যাহার
নারায়ণ কল্যাণ আলয় আশীর্ব্বাদ অভিষিক্ত
অনাদি অযোনি ব্রহ্মা প্রতিপাল্য সদা ;
গুরু মন্ত্রী পুরোহিত, হে ধীমান বৃহস্পতি যার
নাহি তার নাহি শান্তি হৃদয়ে ক্ষণিক।

বৃহস্পতি। কোথা অমঙ্গল ?
হে শচীন্দ্র সুরপতি দম্ভোলি যাহার

অব্যর্থ মহান অস্ত্র, ত্রিধা ভিন্ন মহাশক্তি
যার তরে চির নিয়োজিত,
তার মুখে কাতর আক্ষেপ !

শচী। জাগ্রত কি দেববৃন্দ,
অবসন্ন কলঙ্কিত সুরশক্তি এবে !
দুর্ব্বৃত্ত বৃত্রের তাপে
কম্পান্বিত ত্রিদিব পাতাল।
ভ্রষ্ট যূথ গোপাল সমান
ছিন্ন ভিন্ন বলহীন প্রবল অমর।
কিবা অভিশাপ !
হে বরেন্দ্র ! ভয়ে কাঁপে অবলার প্রাণ।

বয়স্য। যুদ্ধ রণ অসুর ঘাতন
মন্ত্রী হলেন কলা-খেগো থুরথুরে ব্রাহ্মণ।
রণ শব্দে পলায়ন
ফলাহারে দিব্য আয়োজন ;
মন্ত্র ঝাড়ি ত্রিতাপ নাশন
দক্ষিণার বেলা কিন্তু তিন গুণ পণ !
মহাশয় বৃহস্পতি
জানেন কি
চন্দ্র গৃহে গুরু পত্নীর আজি নিমন্ত্রণ !

বৃহস্পতি। ধিক্ উচ্ছৃঙ্খল !
মদিরা আস্বাদে লুব্ধ
ঘৃণা-শূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়ে
দেবত্ব ঐশ্বর্য্য ছাড়ি

অন্ধকার নরকের পুর
করিয়াছ চিরফুল্ল ত্রিদিব নগর।

বয়স্ত। দেবতায় ভাগ্যহীন
করিয়াছে ক্রিয়াহীন বাচাল ব্রাহ্মণ।
রাজ কার্য্যে যেই দিন হ'তে
ব্রাহ্মণের মন্ত্রণার হ'ল অধিকার,
যেই দিন হ'তে
জীবনে মরণে ব্রাহ্মণের হাতে
না র'ল উদ্ধার;
সেই দিন হ'তে এদীনের বিদ্যাবুদ্ধি বোতলে স্থাপন

ইন্দ্র। ক্ষান্ত কর চপলতা!
নমস্য জগতে মুনি
তাঁর নামে উচ্ছৃঙ্খল বাণী
হীনবুদ্ধি পরিচয় তব।
প্রগল্ভতা বাচালতা মহতের অযোগ্য স্বভাব।
জ্ঞানীর মন্ত্রণা নহে নিষ্ফল কদাপি।
প্রণত পদারবিন্দে, হে আরাধ্য,
দেবগুরু সর্ব্বক্ষম জ্ঞানের আধার
কিবা বিধি হেন অবস্থায়!

বৃহস্পতি। দারুণ সমস্যা দেব!
মহাবলী বৃত্রাসুর
ভবানীর কৃপা বিলোকনে
বলীয়ান সহস্র বারণ সম।
স্বরীশ্বর! মম এই অভিপ্রায়

২

স্বরীশ্বরী সহ !
বিশ্বমাতা বিশ্বগতি বিশ্ববিনাশিনী
চণ্ডিকার পাদপদ্মে লওগো সহায়
শিবশক্তি বর লভি
অনায়াসে বিনাশিবে প্রবল দানবে।

২য় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যাধরের গৃহ।

বিদ্যাধর ও অপ্সর।

বিদ্যাধর। যুদ্ধই হোক আর বিগ্রহই হৌক আমি একটু না টেনে থাকৃতে পারব না, আমার ভাল কাপড়টাও চাই, পোষাকটাও চাই, একটু একটু পোষ্টাইও চাই, অশ্বিনী কুমার মশায়দের বলতে হবে যাতে একটু নেশা হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করেন।

অপ্সর। আর অশ্বিনীকুমার মশায়দের দফা রফা। মহারাজ ইন্দ্রের রাজত্বে নেশাটা ভাঙ্গটাও ইচ্ছামত করতে পারার যো নাই। শুনতে পেলাম তা নিয়েও নাকি ভারি কড়াকড়ি। এর কোন মতলব বোঝা যায় না। আচ্ছা যদি একটু মালটা আসটা গোপনে বিক্রি হ'ল, রাত বিরাতে একটু বেএখতার না হয় হওয়া গেল, তাতে মহারাজের ক্ষতিটা কি ?

বিদ্যাধর। আরে মহারাজের দোষ কি ? সেই বেটা ভণ্ড বৃহস্পতি

জুটেছে, তারই এসকল কারখানা! শুনতে পেলাম তার কথায় নাকি মহারাজ ওঠেন আর বসেন!

(বয়স্তের প্রবেশ।)

বয়স্ত। গীত।

কে আমায় মাতাল বলে আমি কোথায় পাব সুরা,
সে যে ভাণ্ডোদরীর প্রেমের কণা মন্থ রসে ভরা।
(লম্ফ দিয়া বিদ্যাধর ও অপ্সরের উত্থান
ও তিন জনে গলাগলি ধরিয়া।)
সে যে সকল বিভাব, নাইক অভাব
পাগল স্বভাব পোরা
আমি বিনা মদে বদ্ধ মাতাল মদ দেনা মা তারা।

বিদ্যাধর। (বয়স্তের গলা ধরিয়া) গীত।

পিয়ারি মেরা ক্যা হুয়া
মেরা শির ওলট গিয়া পায়ের গুম হুয়া
এক বুন্‌দ পানি
মেরি দিল জানি
য্যায়ছা পিয়া ক্যামজা পায়া।

বয়স্ত। গীত।

আও মেরা কালাচাঁদ আও মেরা ভেইয়া
হামত রসমে ডুব গিয়া।
মেরা নেহি হোঁস হাবাস্‌,
হাম একদম বদ হাবাস্‌
পিয়া মেরা কাহা গিয়া কোন চোরায়া।

অপ্সর। গীত।

বঁধু তোমায় পেলাম আজি মন্দাকিনী কূলে
সাঁজের বেলায়, প্রাণের জ্বালায়, দিলাম কালী কূলে
গলায় দেব প্রেমের সাপ
বল্‌ব সদা বাপ বাপ
কাঁধে করে নাচব তোমায় জলে বিলে।

বয়স্য। গীত।

ভাবনা কি ধনি ?
পাড়ি জমিয়ে দিব এখনি।
মাঝিগিরি কর্ম্ম করি ধনি লো—
আমার মন ভারি বিনোদিনি।
দাঁড় টানি ব'ঠে টানি আর আস্তে আস্তে গুণ টানি
তুমি সব কাজের শিরোমণি।

৩য় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-পর্ব্বত।

ইন্দ্র।

ইন্দ্র। (করযোড়ে)
নিদ্রিতা কি জগন্ময়ি !
মহার্ণবে যবে মা অজ্ঞান
বিশ্বপ্রাণ, নির্ব্বাত এ চরাচর।
মহামায়া রূপে

হে অম্বিকে
জীবশক্তি করিলে সৃজন।
মহা জ্যোতির্ম্ময়
মহা ধ্বান্ত ভেদি
তেজীয়ান মহা সূর্য্য সুপ্রকাশ।
ধরিত্রীর বক্ষে
ফুল্ল প্রসূন সুন্দর
কল্লোলিনী তরঙ্গিণী
উচ্চ বক্ষ মহান্ পর্ব্বত।
জগদ্ধাত্রি
মহা তেজে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন,
বসাইলে বিশ্বরাণি!
এ দাসেরে ত্রিদিবের সিংহাসনে।
একি মা পাষাণি!
উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ মাঝে বিলুপ্ত তনয়,
হেমাঙ্গিনি! কোথা লুকাইলে?
কৈলাসের কমনীয় শোভা
ভুলাল কি ভুবনমোহিনী তোরে
অথবা
করালি,
বিসর্জ্জিয়া সেই
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রূপ
উদ্বক্ত, মা পীন স্তনী
সহস্র মণ্ডিত ভুজা

ঘোরা মূর্ত্তি ধরি
ত্রাসিছ দাসেরে।
লক্ষ মূর্ত্তি ধরা মহাবিদ্যা মহারাত্রি।
মহামোহরূপা
মহাঘোরা দিগম্বরি
আদেশ অধীনে
কোন্ রূপে আর্ত্ত প্রাণে
কারুণ্য প্রসাদ
নিস্তারিণি তারা করিবে অর্পণ ?
পুরন্দর, গৌরীরাণি !
তোমার যে চরণ আশ্রিত,
হে শ্রী
কৈটভ অরি হৃদয় বাসিনি !
ভ্রুকুটী করাল দৃষ্টি
কর সম্বরণ,
কনক উত্তম কান্তি
দশভূজে শশিমৌলি সুপ্রতিষ্ঠে
দাসের হৃদয়-পটে করাও স্থাপন।
শক্তি দেমা শক্তিরূপা
ভীত এ সন্তানে
মহাশক্তি কর পরিত্রাণ।

(ঊর্দ্ধে দুর্গার আবির্ভাব)

দুর্গা। কেন ইন্দ্র পূজায় ব্যাপৃত
কর্ম্মফল অখণ্ড্য ত্রিদিবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে সত্য ধ্রুব বাণী
শক্তির বিকাশ কর্ম্মের সংসার
উদ্যমবিহীন প্রাণী কিম্বা দেব অথবা মানব
নাহি লভে সফলতা কদাচ ক্কচিৎ
কর্ম্মক্ষেত্রে হে বাসব হও আগুয়ান,
কৃতকার্য্য নিজায়ত্ব, বৃথা ধ্যান
পূজা বলিদান।

ন্দ্র। প্রবঞ্চনা মা শিবানি
কর্ম্ম কার্য্য সফলতা তার
তোমার বিমল বাঞ্ছা।
সুকৃতি পুরুষ, তোমার মা বিশ্বারাধ্যে,
অক্ষুণ্ণ অনন্ত শুভ ভরা।
কৈবল্য দায়িনি !
নহে স্বার্থ-প্রণোদিত
নাহি চাই আপনার সুখ
রাজ্য তরে প্রজাতরে, ত্রিভুবনে বিস্তারিতে।
ভীতিশূন্য শান্তির বারতা
আশ্রয়-ভিখারী তোমার কমল পদে।
হে ভবানি শান্তিময়ি তারা !
যবে ব্যস্ত সৃষ্ট জীব
অত্যাচারে দুষ্ট দানবের,
করালিনি নানা মূর্ত্তি ধরি
বিনাশিলে কাল দৈত্যে
দিলে ঢালি শান্তি বারি

শান্তিময়ি ভবারাধ্যা তারা।
না চাই অসাধ্য কিছু ইচ্ছাময়ি তারা !
চাহি শুধু শুনিবারে
কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্যকুলপতি বৃত্র।

দুর্গা। (অবতরণ)
শিবের আশ্রিত দৈত্য
কেমনে হে পুরন্দর বধের উপায়
বিবরণ করি আমি তোমার সদনে
শিব শক্তি বিনা
অসম্ভব দৈত্যের বিনাশ।

ইন্দ্র। শিবারাধ্যে
কি প্রপঞ্চে ভুলাইতে চাহ এ দাসেরে !
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনি আদ্যাশক্তি রূপা
শিবপ্রসবিনী তুমি শিব-সীমন্তিনী
তোমার চরণ লোভে ভোলা মহেশ্বর
পদপ্রান্তে নিপতিত।
উলঙ্গ কপালী নর শিরহার গলে
বিকট বদনা শ্যামা দৈত্য বিনাশিনি
তুষ্টা ভব জগন্ময়ি !
স্বর্গ পুরী তোমারই রক্ষিত।

(শিবের প্রবেশ)

শিব। কি কারণে বরাননে ধ্যান ভাঙ্গি ডাকিলে হেথায়,
না চাই বিশ্বের কার্য্য

নাহি চাই ভেদ দণ্ড রাজনীতি রাজার সম্পদ।
ঐকান্তিকে একমনে প্রবল শ্মশানে
নির্জ্জন তমিস্রা পূর্ণ মৃতদেহ মাঝে
নরের ঘৃণিত স্থান দেবের আবাস।
দাও ধ্যানে ধরিবারে
বিশ্বের আদিম তত্ত্ব ওঁকার সাধনা
নিরাকার ব্যোমরূপ ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত
পরম বিপুল শান্তি
ক্ষম প্রিয়ে বিশ্বের সংবাদ।

দুর্গা। হে শূলিন্!
দেব কুল বিপদ জড়িত,
দেবশ্রেষ্ঠ সুরেশ্বর
জগৎ মঙ্গল হেতু নিজে আজ সাহায্য-ভিখারী।
তোমার প্রভাবে দুষ্ট বৃত্র দৈত্যেশ্বর
অশান্তি আনিল হায় শান্তিময় ধামে
তোমার আশ্রিত দেব
বিরূপাক্ষ কর যেবা অভিপ্রায় তব
জপ তপ ধ্যান ও ধারণা
পরমেশ
পরের মঙ্গল কার্য্য সর্ব্বতত্ত্বসার
এ বিধি হে বামদেব
নিবেদন অত্যুক্তির প্রায়।

শিব। হৈমবতি!
সত্যই কি দৈত্যরাজ তমগুণে অন্ধমতিহীন!

বিনাশ তাহার ভবিতব্যপটে সুচিত্রিত
শুনহে বাসব
বৃত্রের নিধন ব্রহ্ম দিবা অবসানে।
(বীরভদ্রের প্রতি।)
বীরভদ্র কেন জটা বিকম্পিত
বিপদে পড়িয়া কেহ করিছে স্মরণ!

বীরভদ্র। হে উমেশ! শচী আজি করিছে স্মরণ
দৈত্যের বিনাশ তরে সাহায্য বিথারী,

শিব। হা ধিক্ দানব!
আমার প্রদত্ত বলে এত গরীয়ান্
বর ব্যর্থ হে পাষণ্ড
কে রক্ষিবে তোরে!
বিশ্বনাশ এখনি করিব
(শূল উত্তোলন)

বীরভদ্র। সংহর সংহর ক্রোধ দেবশূলপাণি
হুঙ্কারেতে বিশ্বনাশ
প্রলয় বিষাণে
থর থর কাঁপিছে ভুবন।
কোন ছার বৃত্রাসুর
তার তরে ত্রিলোক বিনাশ!
সম্বর সম্বর শূল
চরাচর বিশ্বনাশ প্রায়।
দধি চীর অস্থি বজ্রে
বৃত্রাসুর হইবে নিপাত।

৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গপুরী।

দৃশ্য-মন্ত্রণা-গৃহ।

বৃহস্পতি।

বৃহস্পতি। বিশ্ব পূজ্য দেবকুল
এবে তাহে মাদকের লীলা।
নাহি শৌর্য্য সে সমাধি
মন্দাকিনী বারি সম পূত সে স্বভাব।
দেবের দেবত্বহীন
অসুরের তেজ আবির্ভাব।
হে ত্র্যম্বক কি খেলা তোমার !

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। কৃতকার্য্য তব আশীর্ব্বাদে
গণেশজননী গৌরী সর্ব্বার্থসাধিকা
তনয়ের বিপদে কাতর ;
স্বয়ম্ভূ কৃপায় অবিলম্বে বৃত্রপাত।

বৃহস্পতি। কি বিধান বধের তাহার ?
যুদ্ধে ধরে প্রচণ্ড ত্রিশূল
দেবনর ত্রাস দৈত্য
শিব বরে সদা বলীয়ান
বল ইন্দ্র
উমেশের কিবা অভিপ্রায়।

ইন্দ্র। শিব আজ্ঞা

দধিচীর অস্থিলয়ে দৈত্যবধ-বজ্র দুনির্ব্বার
তাহাতে বিনাশ অবশ্য সম্ভব তার।

বৃহস্পতি। সংসার নির্লিপ্ত মুনি
চিত্ত তার বিভুপদে
কেমনে তাহার, পুণ্য পূত-জীবদেহ
করিবে বিনাশ ইন্দ্র দেবকার্য্য হেতু।

ইন্দ্র। হায় ধিক্ স্বার্থ অন্বেষণ।
জীবনের সমগ্র বাসনা তেয়াগিয়া
বিভুপদে প্রাণ সমর্পিত
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণ তাপস,
সর্ব্বপূজ্য তপস্বী দধিচী।
কেমনে বলিব তারে
"নিজ দেহ করহ নিপাত"।
ধিক মম রাজদণ্ড রাজ্যের বাসনা
না চাহিহে দেবগুরু ত্রৈলোক্য আসন—
উপেক্ষিত অবিদিত জগতের কোণে
চিরকাল রহিব অজ্ঞাত
সেও শ্লাঘ্য!
লও রাজ্য দৈত্যেশ্বর
জ্বলুক সমরানল! যাক শান্তি ত্রিদিব হইতে,
মঙ্গল বাদিত্র ধ্বনি, নিশাব্যাপী তারকার মালা
চন্দ্রমার মোহিনী মহিমা
শান্তি স্রোত হ'ক শুষ্ক, পাপ রাজ্য হউক বিস্তৃত,
শচীসনে নিরজনে নিজ স্বর্গ করিব প্রস্তুত।

বৃহস্পতি। সে কি নহে স্বার্থের সৃজন ?
সমগ্র জগৎ যদি কাঁদি ফেরে শান্তির কারণ,
কি করিবে হে শচীন্দ্র আপনার শান্তি অন্বেষণে
বিশ্ব সমুদ্রের বারি বিন্দু তুমি
যদি সমগ্র জলধি ঝটিকায় হয় বিক্ষোভিত
কিবা ইষ্ট, যদি থাকে কণা বারি স্থির !
মহত্ত্ব বিশ্বের মাঝে সেই সে বাসব
জগৎ মঙ্গল হেতু যদি কর বিপদের গাঢ় আলিঙ্গন,
বিস্মরিয়া আপনারে, আপনার জনে
কেবল জগৎ, অনাবিল বিশ্বের সাগরে
দাও ঝাঁপ, যদি আসে প্রবল ঝটিকা
উঠ, পড়, বীরের মতন
ডুব যদি, হে সুরেন্দ্র
শ্লাঘ্য এ জীবন।
অম্বুভয়ে থাক যদি নির্জ্জলা প্রদেশে
কিবা সে বীরত্ব ধীর !
জগতের বিপদের মাঝে
আপনারে কর লয়
সেই ত রাজার ধর্ম্ম

ইন্দ্র। জ্ঞাননিধি !
কি বিশাল উদারতা হৃদয়ে তোমার
কিন্তু দেব ! নিজায়ত্ব নহেত বিধান
কেমনে বিনাশ করি ব্রাহ্মণের প্রাণ !

(দধিচীর প্রবেশ)

দধিচী। অসার সংসারে নরনারী পুত্তলিকা প্রায়
অবিরাম যাতায়াত
নারায়ণ করহ খণ্ডন!
পরের কার্য্যের তরে নিজ প্রাণ দিলে বিসর্জ্জন
সেই সে পরমা মুক্তি।
হে শচীন্দ্র কেন ক্ষুণ্ণ মন
এই দেখ নিজ হস্তে এ মর্ম্মের কঠিন পঞ্জর
উৎসর্গি তোমার করে।
হ'ক বজ্র কঠোর কঠিন!
হোক ধ্বংস পাপ তাপ
মুছে যা'ক সংসার-কালিমা
এই বজ্রে সুরেশ্বর
বৃত্রের কঠোর অস্থি কর চূর্ণ
কর দীর্ণ প্রস্তর সমান।
জয় নারায়ণ।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বৃত্র-গৃহ।

বৃত্র ও ঐন্দ্রিলা।

বৃত্র। অয়ি চন্দ্রাননে!
কেনলো বিমলা আজি ফুল্ল সরোজিনি!
কৌমুদী নিশার মনোহরা মূরতি সুন্দর
দোদুল অলকদাম, বিচিত্র নয়ন
প্রেমের প্রখর দৃষ্টি বৃত্রাসুর হৃদয় কম্পিত,
পূর্ণ-প্রেমা ফুল্লাঙ্গিনী বিপুল উরসি
স্থল পদ্ম সম ঝলকিত বিশ্ব হাস্যময়ি
একটী প্রেমের বাণী একটী চুম্বন
অবসাদে গায় আলিঙ্গন
বৃত্র প্রাণে স্বপন দর্শন!
অয়িলো মানিনি
কেন ওই কোমল লতিকা সম
যুগ্ম বাহু লয়ে
বক্ষের ভিতরে মোরে না কর পেষণ?

ঐন্দ্রিলা। হে রাজেন্দ্র! অমরাবতীর নাথ,
ঐন্দ্রিলা ত দাসী যোগ্য তব
উর্ব্বশী কৃত্তিকা রম্ভা
সুবসনা বিলোল ভাষণা

নৃত্যাকুলা বিম্বাধরা রূপসী নাগরী
তোমার চরণ ভোগ্যা !
ঐন্দ্রিলারে প্রাণেশ্বর
আর ত লাগে না ভাল !

বৃত্র। অয়ি সর্ব্বনাশি !
বিন্দু বিন্দু রক্ত মোর দিন দিন শুষি
আমারে যে করেছিস একান্ত বিনাশ !
প্রাণের কোমল তন্ত্রী ছিন্ন করি
নিছ তার সোহিনী রাগিণী !
আমি ত তোমার পদে চিরক্রীত ক্রীতদাস প্রায়
প্রেম চক্ষে চাহলো কুটিলে !

ঐন্দ্রিলা। স্বর্গের দেবতা আজি দৈত্য রাজ্যেশ্বর
ভাগ্য বলে বাম পার্শ্বে মহিষীর প্রায়
বসিয়াছি। আনন্দের কোলাহল !
কেবল নৃত্যের ঘটা, সঙ্গীতের তরতর ধ্বনি
তবু যেন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
কোন এক অস্ফুট বারতা বলে
দৈত্যরাণি ! "সাবধান শম্ভুবাম।"

বৃত্র। হায় লো ঐন্দ্রিলে !
বৃত্রের প্রবল দম্ভ বলবীর্য্য
নহে শুধু ভোলানাথ কৃপার অধীন ;
যবে কর্ম্মশক্তি নাহি জানে নর
দৈবের শরণাপন্ন।
বুঝিয়াছি এবে' একমাত্র স্বীয় বল

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব চরাচরে
পাগল অজ্ঞান শম্ভু
সঙ্গী তার বেতাল পিশাচ
আত্ম-ভোলা হীনবীর্য্য
তার কৃপাপ্রার্থী নহে
নন্দনের চিরানন্দ বৃত্র দৈত্যেশ্বর।
এই যে বিশাল হস্ত ত্রিশূল চালনে
মূহুর্ত্তে নাশিতে পারে সমগ্র বিশ্বেরে।
যদি শম্ভু সমরে আগত।
তৃণবৎ পারি উড়াইতে।

ঐন্দ্রিলা। শিব! শিব! ইষ্ট নিন্দা! হে দৈত্যেন্দ্র!
অহঙ্কারে পতন নিশ্চয়।
কি দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে তোমার
কর অনুতাপ
স্বয়ম্ভূ মোদের দেব চির পূজ্য
চির সনাতন
কর তাঁর পদে আত্ম সমর্পণ।

বৃত্র। অয়ি নারি চিরকাল ভীতি লয়ে
রহ তুমি আপন অন্তরে।
আমরা দৈত্যের পুত্র যুদ্ধ ব্যবসায়ী
রণক্ষেত্র আমাদের ক্রীড়ার আগার
নাহি ডরি মহাদেবে নাহি ডরি দেব শূলপাণি
ছাড়হ বিষাদ
এস আজ আনন্দের দিনে

প্রেমের কোমল বীণা প্রেম আলাপনে
দুর্ব্বল ভবিষ্য ভীতি করি নিবারণ।
কোথায় নর্ত্তকী।

(নর্ত্তকী দ্বয়ের প্রবেশ)

গীত।

কে তুমি রতন।
কমল কলিকা, প্রেমের মালিকা, হৃদয় নিধি
যে তুমি হৃদয় ধন।
কোন প্রিয় আশে
এসে ছিলে পাশে
স্বপন সখা যে তুমি তুমি যে স্বপন।
অতি থির বেশে
এসেছিলে দেশে
জীবন সঁপেছি সখে চিনিনা কেমন।

(গান করিতে করিতে নর্ত্তকী দ্বয়ের প্রস্থান)

২য় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য-উদ্যান।

রুদ্রপীড়।

রুদ্রপীড়। হে শম্ভু অনাথ নাথ
কতকাল স্বপনের শেষ?
পূর্ব্ব কর্ম্মফলে দৈত্যে বংশে জন্মলভি
অনাচারে অবিচারে দিবা অবসান।

এইত সায়াহ্ন কালে নদীতীরে
করযোড়ে ডাকি ভবার্ণব কাণ্ডারী স্বরূপ
দেব দেব মহাদেব দীনের আশ্রয়,
শ্রান্ত দেহ ক্লান্ত প্রাণ
না পারি সহিতে আর জীবন যাতনা
জ্বালাও জ্ঞানের বহ্নি
জ্বালাও আমার স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল।
মহা ব্যোম ময়দেব তোমার চরণে
শিবত্ব প্রাপ্তির তরে প্রার্থিত বালক।

(বীরভদ্রের প্রবেশ)

বীরভদ্র। রুদ্রপীড় !
হের শম্ভু কোপানল
পিতারে তোমার ভস্মসাৎ এখনি করিবে
দেব বরে বলীয়ান
না রহে কৃপার দৃষ্টি
অত্যাচারী নরনাথ প্রতি।

রুদ্রপীড়। প্রণতি চরণে !
মহেশ আশ্রিত দেব
সাধক প্রধান
কিবা অপরাধে অপরাধী পিতা মোর।

বীরভদ্র। অত্যাচার প্রজার পীড়ণ
সতীনারী অপমান
স্বর্গময় পাপের বিস্তার
রক্ষা নাই রক্ষা নাই

বৃত্রাসুর ব্যাপিত বিপ্লবে।

(বৃত্রাসুরের প্রবেশ)

বৃত্র। কে তুমি সন্ন্যাসি !
দুগ্ধপোষ্য সন্তান আমার
কিবা প্রয়োজনে সঙ্গোপনে
করিছ আলাপ !
সংসারে বিরক্ত যুবা
নাহি চাহে রাজকার্য্য যুদ্ধ ও বিবাদ,
কার আজ্ঞা লয়ে রাজ গৃহে
ভণ্ড যোগী তব আগমন !

বীরভদ্র। সমগ্র বিশ্বের রাজা অথচ সন্ন্যাসী'
সর্ব্বক্ষম কিন্তু যেই ক্ষমতা রহিত,
সর্ব্বগুণান্বিত দেব গুণের অতীত,
স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ত্যাগি শ্মশানেতে
যাঁহার নিবাস
সেই দেব দেব মহাদেব
পদ প্রান্ত নিপতিত দাস মাত্র আমি।

বৃত্র। তুমি সেই ভণ্ড অনুচর !
কে আছ হেথায়
কর বন্দী পাপাত্মারে !

রুদ্রপীড়। পিতঃ পিতঃ !
কিবা ভ্রান্তি তব
মোদের সম্পদ শৌর্য্য
সকলি যে বিশ্বনাথ কৃপার অধীন,

প্রচণ্ড প্রদীপ্ত তেজ
বাড়বাগ্নিসম, শিব-ক্রোধ
কৃতান্ত সমান।
একি ভ্রান্তি দৈত্যেশ্বর
তনয়ের প্রগল্‌ভতা করহ মার্জ্জনা।
ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর শিবদূত বীরভদ্রে
তোমার মঙ্গল তরে
এ পুরীতে কৃপায় স্বাগত।

বৃত্র। হারে নরাধম
কি কুক্ষণে জন্মে ছিলে
চিরোজ্জ্বল দৈত্যকুলে অমানিশা আঁধার সমান।
শৌর্য্য-বীর্য্য-হীন নারীর স্বভাব
কোন্ দুরন্ত পাপের প্রকোপে
পুত্ররূপে আসিল হেথায়।
ক্ষান্ত কর জিহ্বা তব
রাজ ক্রোধ পুত্র দোষ প্রতি
নাহি করে অবহেলা।

বীরভদ্র। কি সাধ্য তোমার
শিব দূতে তিলার্দ্ধ রাখিতে।
বায়ুরূপী ব্যোমদেব ছায়া রূপে সর্ব্বত্র বিকাশ
মহাকাশে জ্যোতিরূপে ত্রিজগৎ করিছে রক্ষণ।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন অন্ত আদি দেব শূলপানি
ত্রিশূল পরশে বীর্য্যতোর করিনু বিনাশ।
বৃত্রাসুর!

দেবতার কৃপা প্রার্থী
সমস্ত জীবন পুণ্যের সরল পথে করিবে ভ্রমণ।
ধ্বংস অগ্রে বুদ্ধির বিনাশ।
ঐ দেখ অনন্ত আকাশে
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে মহেশের রোষ
ঐ দেখ ত্রিনেত্রের রোষ বহ্নি
পুড়াইল তোমার আসন!
ওকি দৃশ্য! বিধবা ঐন্দ্রিলা.
পাণ্ডু হস্তা রুক্ষ কেশা মলিন বসনা
কোথা তার রত্ন বলয়ক!
ঐ দেখ রুদ্রপীড় সন্তান তোমার
শিব ক্রোধে ভস্মীভূত!
শ্মশান শ্মশান দারুণ শ্মশান
ভূত প্রেত পিশাচ নাচিছে।
তা ধেই তা ধেই রব
পাপের প্রবল শাস্তি
মর পাপি জ্বলি অনুক্ষণ।
(ত্রিশূল স্পর্শ ও অন্তর্ধান)

বৃত্র। হো হো! দারুণ বেদনা
ধক্ ধক্ বহ্নি জ্বলে হৃদয়ে আমার,
জ্বলি গেল হস্ত পদ কপাল কপোল
লোম কূপ সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিত;
কোথা কোথা মন্দাকিনী জল!
ওহো ওহো জলেতে জ্বলিছে শিখা
জল জ্বলে ধক্ ধক্!

ওকি ওকি বিবসনা রুধির দশনা
লোল জিহ্বা দিগম্বরী
কিবা নৃত্য !
ধ্বংস ! ধ্বংস !
কোথায় সুমিত্র মন্ত্রী
কোথা রুদ্রপীড় !
কোথায় ঐন্দ্রিলা ?
আগুন-আগুন
নাহি কি এমন বারি এ বিশ্ব সাগরে
নিবে যায় দারুণ জ্বলন।
মহিষি ! মহিষি !

(অজ্ঞান ও পতন)

ঐন্দ্রিলার প্রবেশ।

ঐন্দ্রিলা। প্রাণনাথ এ কি দশাতব !
কর অঙ্কে শয়ন আমার।
আমার অঙ্গুলিস্পর্শে কতদিন কতেক যাতনা
গিয়াছে গিয়াছে নাথ।
ঐন্দ্রিলার জীবিত ঈশ্বর
কেন গো কাতর !
রুদ্রপীড় রুদ্রপীড় !
কি হ'ল আমার।

রুদ্রপীড়। মাগো শিব ক্রোধে পিতা দগ্ধ
নাহি শুনে উপদেশ বাণী।
শম্ভু ! শম্ভু ! পিতারে করহ কৃপা !

বৃত্র। কে চায় শম্ভুর কৃপা

ভূতনাথ বাহ্য জ্ঞান হীন।

এ পুরীতে শিবনাম করিলে বাদন

যমের মন্দিরে

অবশ্য মুহুর্ত্ত মাঝে করিবে গমন।

ঐন্দ্রিলা। প্রাণনাথ

পায়ে ধরি

একবার মহাদেবে কর গো স্মরণ

সর্ব্ব দোষ ক্ষমিবে তোমার।

বৃত্র। মায়ে পুত্রে শিব পদ করহ লেহন।

শিব শত্রু মোর

ত্রিশুল আঘাতে শিব শব্দ করিব মোচন।

ওহো! ওহো! দারুণ আগুন

নাহিক সুহৃদ।

(বেগে পলায়ন)

রুদ্রপীড়। মা! শিব স্তুতি বিনা নাহিক উদ্ধার।

ঐন্দ্রিলা (গীত)

জয় গরল ভোজন বিষান বাদন ত্রিপুর শাসন হে

জয় বিশ্ব নাশন বিশ্ব পালন ভক্ত রক্ষণ হে।

জয় গৌরি শোভন পন্নগ ভুষণ দেব সনাতন হে

জয় দেব দিগম্বর গঙ্গাজটাধর ত্রিভুবন পূজন হে।

জয় দেব মহাদেব সর্ব্বদেব দেব পতিত পাবন হে।

জয় বিপদ বারণ রক্ষজীবন বিপদ তারণ হে।

৩য় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য-মন্ত্রণা গৃহ।

বৃহস্পতি, বয়স্য প্রভৃতি।

বৃহস্পতি। হে দেব সমাজ
আজি স্বনাম রক্ষণ তরে হও আগুয়ান,
দেবের আদর্শ ধরি মানব গঠন,
তোমরা যগুপি ধর্ম্ম যুদ্ধ তরে
নাহি হও স্বতন্ত্র দীপিত
রাজ্য রক্ষা সৃষ্টি রক্ষা অসম্ভব।

বয়স্য। হে ব্রাহ্মণ!
কিবা উপদেশ
শিব বরে বলীয়ান দাম্ভিক প্রধান বৃত্রাসুর
কে তাহারে করিবে বিনাশ?
তার চেয়ে আমার বাক্যটি শোন
এস আস্তে আস্তে এক বাটি
মদ্য নহে স্বর্গ সুধা পান করা যাক্।

ইন্দ্র। বয়স্য! বীর্য্যবান জ্ঞানবান
স্বর্গধামে চিরকাল সর্ব্বত্র বিখ্যাত
হেন উক্তি তব মুখে!
ঐ দেখ কালাগ্নির ন্যায়
রণ শিক্ষা দীপ্ত ও জাগ্রত,

প্রবল প্রতাপে দৈত্য সেনা
সাজিছে বাহিনী !
ঐ শুন বাদ্য-ধ্বনি
স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপাইয়া
হৃদয়ের অন্তস্থলে মর্ম্মে মর্ম্মে
প্রদানিছে দারুণ আঘাত।
খড়্গ অসি শূল হস্তে কোদণ্ড বিশাল
তোমার মার্গন হের তূণীর ফলক
রথের ঘর্ঘর শব্দ
তুরঙ্গের বিকট বিশাল হ্রেষারব
হেথা তুমি দীপ্ত তেজা সর্ব্বখ্যাত
কি দুর্দ্দৈব গুরুসনে করিতেছ বাচাল প্রলাপ !

(ত্রিশূল হস্তে বীরভদ্রের প্রবেশ)

বীরভদ্র। হর ! হর ! ব্যোম ব্যোম !
বিশ্বনাশ প্রলয় আগত
বাজিছে বিষাণ ডিমি ডিমি
কম্পানিত ধরাতল
মুহূর্ত্তেকে বুঝি সৃষ্টি যায় রসাতল
সাজিছে প্রবল শব্দে দৈত্য বৃত্রাসুর
অযূত দানব সহ,
গর্জ্জে বাণ, প্রবল প্রতাপে দম্ভে
শূল হস্তে সমরে আগত
বিশ্ব বিনাশন ব্যোম মহাদেব !

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। কে আছ স্বর্গের রাজ্যে নিশ্চেষ্ট বাচাল
কোন মূঢ় রাজকার্য্যে অপ্রস্তুত
বিসর্জ্জিতে আপন জীবন !
নারায়ণ আদেশে বরিত
সুরেশ্বর পুরন্দর স্বর্গের আসনে
হেন মূঢ় কোন দেবাধম
বিরত সমরে আজি
ত্রিশূল আঘাতে
অমরত্ব তার করিব বিনাশ।

বরুণ। জয় মহাদেব!
সাজহে দেবেন্দ্রবৃন্দ,
মায়া ঘোরে মুগ্ধ মোরা
মোদের প্রাণের রাজা দেব সুরেশ্বর
প্রাণ দিব বিপদে তাঁহার।
কোথা চন্দ্র, পবন কুবের
ত্রিপুরারি শূল হস্তে রণে আগুয়ান
জয় জয় দেবতার জয় !
(দেবগণের বেগে প্রস্থান)

ইন্দ্র। হে নাথ ত্রিপুরেশ্বর
দাস প্রতি অপার করুণা।

মহাদেব। যাও ইন্দ্র রণভূমে !
পাঠায়েছি কার্ত্তিকেরে দেবসেনা সনে
কঠোর কপট দৈত্য
শূল তেজ তার

মম শূলে করিব বারণ।
ক্লান্ত রণে পাষণ্ডেরে
দম্ভোলি প্রক্ষেপে করিবে বিনাশ
(ইন্দ্রের প্রস্থান)

বৃহস্পতি। সর্ব্বদেবময় দেব !
দাসে কর কৃপা বরিষণ।
নিবারিতে জগতের পাপ
হে শূলিন !
রণভূমে তব আবির্ভাব,
সম্বর সম্বর তেজ
যেন সৃষ্টি না হয় বিনাশ !

৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রণ-ভূমির একপার্শ্ব
রুদ্রপীড়।

রুদ্রপীড়। জীবনের সন্ধিস্থলে দুরন্ত সমর।
একদিকে—
শম শান্তি আত্মার সমগ্র লক্ষ্য
বিপুল বিকাশ ধ্যেয় ধ্যাত
ইষ্ট ব্যোমকেশ প্রণম্য দেবেশ

অজস্র করুণা-প্রীতি-চিরমুক্তি-
অনন্ত নির্ব্বাণ।
অন্যদিকে—
দেব ক্রোধ
অত্যাচার সহকারী ঘৃণিত জীবন।
নাহি স্বর্গ নাহি সুখ
নাহি পরিণাম
জ্যোৎস্না হীন দ্যুতি-হীন
গাঢ় নিশা দুর্জ্জয় আঁধার।
একদিকে—
পরমার্থসহস্র নয়নোজ্জ্বল,
চিরদিবা চির জ্যোতিঃ
চির সুপ্রকাশ।
অন্যদিকে—
পিতৃ স্নেহ—বুকভরা ভালবাসা
সমগ্র জীবনব্যাপী
স্বার্থ-হীন উদ্দাম করুণা;
ধমনির রক্তে রক্তে
মর্ম্মে মর্ম্মে গঠিত শরীর।
কোন পথ, জগন্নাথ, কোন পথ?
পথহারা দিকহারা
সন্তানেরে দেখাও সুপথ!
না চাই স্বর্গের সুখ
বৈজয়ন্ত শোভা

অপূর্ব্ব মাধুরী পূর্ণ
অনন্ত জীবন,
পিতার হৃদয়ে দিয়ে
ছুরিকা আঘাত!
তার চেয়ে
অনন্ত নরক অনন্ত যন্ত্রণা—
ইষ্ট-ত্যাগ দুষ্ট রীতি
ঘৃণিত জীবন—
আমার প্রাণের স্বর্গ সুরম্য আরাম।
নিরাকারে মহাব্রহ্ম
পিতৃরূপে সাকার স্বরূপ
সেই পূজ্য মহাপুণ্য
চির ধ্যেয় চির মনোহর।
মহেশ্বর, করিও মার্জ্জনা,

(বৃত্রের প্রবেশ)

বৃত্র। কি হেতু চঞ্চল যুবা
রণ তুফানের আবেগে যদ্যপি
কাঁপে হৃদি, যাও চলি জননীর পাশে।

রুদ্রপীড়। পিতঃ,
বৃত্রাসুর নন্দনেরে নাহি বলহীন কাপুরুষ
করি অঙ্গীকার
বিনাশিব দেববৃন্দে—
নতুবা জনক
রণভূমি শয্যা ভূমি মোর!

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

(ইন্দ্রের প্রতি)

ভীত কিহে দেবরাজ
তস্করের প্রায় ভীরু হীনমতি
এত দিন রয়েছ পালিয়ে
দানবের ভুজবলে।
তৃণ তুল্য পুরন্দর
তার বধ করি বৃত্রাসুর না পাবে পৌরুষ
আমার শাণিত অস্ত্রে
আজি তব অবশ্য মরণ!

ইন্দ্র। ধিক্ ধিক্ চপল বালক
কোথায় তোমার দৈত্যাধম পিতা।

বৃত্র। রে দম্ভী বাসব
কর তবে শূল সংবরণ।

(সকলের প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া
বৃহস্পতির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। কোথা ইন্দ্র দেব সেনা
দারুণ দানব
শূল হস্তে অগ্নি সম!
হায় হায় কি উপায়
রক্ষ উমানাথ।

(বীরভদ্রের প্রবেশ)

বীরভদ্র। হের হের মহাশূল আকর্ষি প্রবলে

ত্রিশূল অদৃশ্য হল ।
শিব শিব শিব ।

বৃহস্পতি । হর হর হর ।
শিবচর প্রাণ বিচঞ্চল
যাও অন্তরীক্ষে রণভূমে
বল বল যুদ্ধের বারতা—
ওকি ওকি বরুণের প্রতি
তীব্র বেগে ধায় রুদ্রপীড় !

বীরভদ্র । হের হের মহাতেজা জলধি নিধান
ঘোর অস্ত্রে রুদ্রপীড় জর্জ্জরিত ।
(বেগে প্রস্থান)

বৃহস্পতি । ধর্ম্মরাজ্য লাগি
বিশ্বনাথ তব পদাশ্রিত
সমগ্র দেবত্ব যদি লুপ্ত হয় আজ
কোথায় রহিবে শান্তি
কোথা রবে প্রজার পালন ?
কি দুর্দ্দৈব ! হৃৎকম্প মোর !
এ দুর্দ্দিন চিন্তার অতীত !
(ত্রস্তে বীরভদ্রের পুনঃ প্রবেশ)

বীরভদ্র । দেবগুরু !
হেন রণ নাহি হেরি ভূলোক দ্যুলোকে
অস্ত্রের ঝঙ্কার বিশাল বাদন
দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় বাণে
জর্জ্জরিত যতেক দানব,

রুদ্রপীড় ভূতল শায়িত।
সমগ্র দানব হত
মহাদম্ভে যুঝিতেছে দৈত্য বৃত্রাসুর।
(বজ্রের শব্দ)

বৃহস্পতি। ওকি শব্দ!
ব্রহ্মাণ্ড বিদারি
ধরণীর কেন্দ্র ভেদ করি
ঝন ঝন বাজিল হুঙ্কারে
শিব দূত আশ্বস আমারে।

বীরভদ্র। ছিন্নমস্তা রাহুসম এইবার

বৃত্রের পতন

দধিচীর অস্থি সৃষ্ট দুরন্ত দম্ভোলি
বৃত্রপ্রাণ করিল সংহার
জয় শূলপাণি!



তৃতীয় অঙ্ক।

১ম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

দেবগণ। জয় দেবরাজের জয়
জয় দেবরাণীর জয়

বয়স্য। মজার উপর বা-বা মজা
ইন্দ্ররাজ মোদের রাজা

দেবগণ। রাজার মঙ্গলে হয় প্রজার মঙ্গল
রাজার করুণামাত্র প্রজার সম্বল।

বিদ্যাধর। আয় তোরা কে দেখতে যাবি
আনন্দের বাজার বসাবি।

অপ্সর। জয় জয় জয় রাজার জয়
ইন্দ্র রাজ্যের নাইক ভয়।

(সকলের প্রস্থান)

(আলোকমালা হস্তে নৃত্য করিতে করিতে অপ্সরীগণের প্রবেশ।)

গীত।

কত দিন পরে, আজি স্বর্গপুরে
সুখের বাজনা বাজিলরে
কত রাত পরে, পুনঃ ঘরে ঘরে
দীপমালা আজি আলো করে॥

প্রতি প্রাণে প্রাণে নয়নে নয়নে
সুখের প্রতিমা শোভা করে—
সুখেতে উছলি, পড়িতেছি ঢলি
ধরেনা সুখ মোদের হৃদয়ে রে ॥
জয় রাণী রাজন লভ দীর্ঘ জীবন
সুখের তরণী ভাসিল রে ॥

(প্রস্থান)

(ধ্বজ পতাকা হস্তে বাউল বেশে
অপ্সরগণের প্রবেশ।)

গীত।

প্রজা তাকেই কয়।
যে রাজার তরে সব সঁপে দেয়
রাজার তরে জীবন দেয়।
রাজার সুখে প্রজা সুখী
রাজার দুখে প্রজা দুখী
রাজার ভাগ্যে প্রজার কপাল
সমান ভাগী সবাই কয় ॥
রাজা পিতা প্রজা ছেলে
রাজার শাসন স্নেহের মূলে
রাজার চরণ সার করিলে
সব ভাবনা দূরে যায় ॥
দেবের অংশে রাজার, সৃজন
দেব শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব পূজন

প্রাণটী খুলে সবাই মিলে
বল জয় জয় রাজার জয়

(সকলের প্রস্থান)

২য় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজসভা।

ইন্দ্র শচী সিংহাসনে আসীন
পার্শ্বে দেবগণ ইত্যাদি।

অপ্সরীগণ

গীত।

রচিত খচিত ভূষিত হৃদয় কণক মন্দিরে
সৃজিত পূজিত স্থাপিত মধুর আদর নগরে।
চন্দ্রমা রজনী. ভুবন মোহিনী
জ্যোৎস্না আলোক মালা
অতসী চামেলি কামিনী সেফালী
যাতি যূতি বেলা—
আকাশের চাঁদ, ভূতলে সোহাগ, পাতালে নিঝর বারি
হৃদয়ে থাক, হৃদয়ে হাস রয়েছ হৃদয় ভরি
কল্পিত তুমি গঠিত, তুমি স্নাত নয়ন নীরে
প্রিয় হে, প্রাণ হে, আশা হে, তুমি সকল সুখের পারে।

স্পতি। স্বরগণ ধন্য তেজ
পাপের বিনাশ হেতু
প্রাণপণ করিলে সমর
স্বর্গের আসনে
শান্তিময় শচীপতি
শচীসনে করিছে শোভন।
এস মোরা সমস্বরে বলি
জয় জয় দেবরাজ
জয় জয় দেবরাণী।

দেবগণ। জয় জয় দেবরাজ
জয় জয় দেবরাণী।

বরুণ। (বৃহস্পতির প্রতি)
ক্ষম দেব পূর্ব্ব অপরাধ
বিস্মৃতির ঘোরে ছিনু মোহিত আমরা
এবে লুপ্ত জ্ঞান পুনশ্চ প্রকাশ।

বৃহস্পতি। যে শৌর্য্য দেখালে দেব
তুমি রণ-ভূমে
কীর্ত্তি তব ত্রিলোকে ব্যাপৃত—
এবে মোর এই নিবেদন
মহা হর্ষে দেবরাজ কল্যাণ কামনা
দিবা নিশি হউক প্রচার
কেবল আনন্দ ধ্বনি
উৎসবের উচ্চ কোলাহল
গৃহে গৃহে হউক নাদিত

প্রজার আনন্দ মূর্ত্তি
রাজার হৃদয়ে
সর্ব্ব কষ্ট করে নিবারণ।

ইন্দ্র। দেবগণ !
শুভদিনে লও আশীর্ব্বাদ
হে রমেশ !
দাও বল দাও বুদ্ধি
কঠোর রাজার কার্য্য করিতে সাধন

বৃহস্পতি। প্রকৃতি মঙ্গল তরে
হে পার্থিব হও প্রবর্ত্তিত
জ্ঞানীর মঙ্গল যুক্তি
চিরকাল কর অবধান।



যবনিকা পতন।